ইত্তেফাক

তারিখ: ১৮/২/৭৯
1

আজ সংসদ নির্বাচন

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

আজ (রবিবার) ১৮ই ফেব্রুয়ারী স্বাধীনতা-উত্তর দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এই নির্বাচনে ৩ শত জন জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইবেন। এবারের নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ৩ কোটি ৮৬ লক্ষ ৩৭ হাজার ৬ শত ৬৪ জন, ইহার মধ্যে পুরুষ ভোটার ২ কোটি ২ লক্ষ ৩৩ হাজার ৮ শত ১২ জন এবং মহিলা ভোটার ১ কোটি ৮৪ লক্ষ ৩ হাজার ৮ শত ৫২ জন। ভোট গ্রহণের জন্য ৩ শত আসনে মোট ২১ হাজার ৯ শত ৫টি পোলিং ষ্টেশন এবং ৬৭ হাজার ১ শত ৫০টি পোলিং বুথ খোলা হইয়াছে। পুরুষ ও মহিলা ভোটারগণ পৃথকভাবে ভোট দিবেন। প্রতিটি পোলিং বুথের গড়ে ভোটার সংখ্যা ৫শত ৭৫ জন। সকাল ৮টা হইতে বিরামহীনভাবে অপরাহ্ণ সাড়ে ৪টা পর্যন্ত ৫ শত ১০ মিনিটকাল ভোট গ্রহণ করা হইবে। এই হিসাবে একজন ভোটার পোলিং বুথে প্রবেশ করিয়া ভোটদানের জন্য গড়ে ৫৩ সেকেণ্ড সময় পাইবেন। রাজধানী ঢাকায় ৬টি আসনের জন্য মোট ৪শত ৪৮টি পোলিং ষ্টেশন এবং ১ হাজার ৫শত ৮৪টি পোলিং বুথ খোলা হইয়াছে। রাজধানীর ৬টি আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৮ লক্ষ ৭৪ হাজার ১শত ৮৪জন, পুরুষ ভোটার ৫ লক্ষ ৪৭ হাজার ১শত ৭৮জন এবং মহিলা ভোটার ৩ লক্ষ ২৭ হাজার ১৬জন।

নির্বাচনে ২৯টি দলের ১ হাজার ৭শত প্রার্থী এবং ৪ শত ২৫ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ মোট ২ হাজার ১শত ২৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন। তাহাদের মধ্যে মহিলা প্রার্থী আছেন ১৬ জন। তিনজন প্রার্থী তিনটি কেন্দ্রে এবং ১৮ জন প্রার্থী দুইটি কেন্দ্রে ভোট প্রার্থী হইয়াছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে (দেড়শত আসনের উপরে) মাত্র ৫টি দলের প্রার্থী রহিয়াছে। এই দলগুলি হইতেছে বি এন পি-২৯৮টি আসনে, আওয়ামী লীগ (মালেক) ২৯৫টি আসনে, মুসলিম লীগ আইডিএল ২৬৫টি আসনে, জাসদ ২৪০টি আসনে এবং আওয়ামী লীগ (মিজান) ১৮৩টি আসনে প্রার্থী দিয়াছেন। ৪টি দল মাত্র একজন করিয়া প্রার্থী দাঁড় করাইয়াছেন।

স্বচ্ছভাবে ভোট গ্রহণের জন্য ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি সম্পন্ন হইয়াছে। সারা দেশে মোট ৭৯ জন রিটার্নিং অফিসার ভোট গ্রহণ পরিচালনার দায়িত্বে রহিয়াছেন।

শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য বিধি অনুযায়ী গত শুক্রবার মধ্যরাত্রির পর হইতে সভা সমাবেশ-শ্লোগান মিছিলসহ সবরকম নির্বাচনী প্রচারণা হইয়া গিয়াছে। আজ ভোট গ্রহণ চলাকালীন সময়ে ভোট কেন্দ্রের

(৮ম পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

আজ নির্বাচন

(১ম পৃঃ পর)

দুই শত গজ সীমার মধ্যে ১৪৪ ধারা জারি করা হইয়াছে। অর্থাৎ এই সময় নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ভীড় করা, সমবেত হওয়া, ধ্বনি দেওয়া কিংবা কোন প্রকার ভোটের প্রচারণা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশ ও আনসার মোতায়েন করা হইয়াছে। রাজধানী হাজার কয়েকটি এলাকায়। ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার পর যথা শীঘ্র সম্ভব বেসরকারী ভাবে নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার জন্য ৭৯ জন রিটার্নিং অফিসারের দপ্তরে ৭৯টি কন্ট্রোল রুম খোলা হইয়াছে। ইহাছাড়া নির্বাচন কমিশন অফিসের কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল রুমে ২২টি টেলিফোন স্থাপন করা হইয়াছে। দূরবর্তী অঞ্চলগুলি হইতে খবর সংগ্রহের জন্য পুলিশ অয়্যার লেস এবং রিলিফ কন্ট্রোল রুমের অয়্যার লেস ব্যবহার করারও ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে। রেডিও বাংলাদেশ ও টেলিভিশনে বিরামহীনভাবে অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে নির্বাচনী ফলাফল প্রচার করা হইবে।

পোষ্টাল ব্যালট

ভোট গ্রহণে রত প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার, পুলিশ ও আনসারদের জন্য পোষ্টাল ব্যালটের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের মাধ্যমে পোষ্টাল ব্যালটপত্র বিলি করা হইয়াছে। তবে এইসব ব্যালটপত্র কোন প্রার্থীর ফলাফল ঘোষণার আগেই জমাদানের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

নির্বাচনের বিশেষ দিক

- সকাল ৮টায় ভোট গ্রহণ শুরু হইবে ও অপরাহ্ণ সাড়ে ৪ টায় সমাপ্ত হইবে।
- ব্যালটপত্রে প্রার্থীর নামের পাশাপাশি প্রতীক চিহ্নের ঘরে রাবার ষ্টাম্পের সীল দিতে হইবে। একাধিক সীল দিলে ভোট বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।
- ব্যালটপত্র দেওয়ার সময় ভোটারের আঙ্গুলে অমোছনীয় কালির চিহ্ন দেওয়া হইবে।
- জাল ভোটদানকারী আইনতঃ দণ্ডনীয়।
- ভোট কেন্দ্রের ২ শত গজ সীমার মধ্যে ১৪৪ ধারা বহাল থাকিবে।
- প্রতিটি পোলিং বুথে প্রার্থিগণ একজন করিয়া পোলিং এজেন্ট রাখিতে পারিবেন।